গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাজেট ও অডিট অধিশাখা

পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১১৫.২০.০২২.০৯-২১৫৬

তারিখ ঃ ২৮ ফাল্গুন ১৪১৮ / ১১ মার্চ, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ সার্কিট হাউস সংলগ্ন এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং নির্মাণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ তদীয় স্মারক নং-৩৪০, তাং-১২-০২-১২ খ্রিঃ।

উপর্যূক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, মাদারীপুর সার্কিট হাউস সংলগ্ন স্থানে প্যারেট ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নামক একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পক্ষ থেকে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত স্থানে বহুতল বিশিষ্ট ভবন তৈরী করা হলে সার্কিট হাউসের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় জেলা প্রশাসকের পক্ষ হতে স্থানীয় পৌরসভাকে এ বিষয়ে অনুমতি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

২. সার্কিট হাউস স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও ভিআইপিগণ সার্কিট হাউসে অবস্থান করে থাকেন। সার্কিট হাউস সংলগ্ন স্থানে এধরণের স্থাপনা নির্মিত হলে সার্কিট হাউসের সার্বিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

৩. বর্ণিত অবস্থায়, সার্কিট হাউসের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে উক্ত ভবন নির্মাণে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা যাতে অনুমতি প্রদান না করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ খুরশীদ ইকবাল রেজভী)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭১৬৭৯৫৩

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়।

পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১১৫.২০.০২২.০৯-২১৫৬-১(৪)

তারিখ ঃ ২৮ ফাল্গুন ১৪১৮ / ১১ মার্চ, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি জন্য।

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর।

(মোঃ খুরশীদ ইকবাল রেজভী)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

স্মারক নং-পৌর-১/ও-১/৯৩/৬১৬(২৪০) তারিখ ঃ ১৫মে ২০০১

বিষয় ঃ বিভিন্ন জেলা সদর/অন্যান্য স্থানে সার্কিট হাউজ সমূহের সন্নিকটে সুউচ্চ ভবণ নির্মাণ রোধ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা সদর/ অন্যান্য স্থানে সার্কিট হাউস সমূহের সন্নিকটে ভবন নির্মাণ প্রকল্পে সরকারের স্পেসাল সিকিউরিটি ফোর্স নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছে ঃ

(ক) সার্কিট হাউসের সীমানা প্রাচীর হতে ন্যুনতম ১০০ মিটার এর মধ্যে বিদ্যমান ইমারত/ভবন সমূহ কোন ক্রমেই দুই তলা বা ৭ মিটার এর বেশী গ্রহণযোগ্য নয় । ১০০ মিটরের মধ্যে বিদ্যমান ইমারত সমূহ দুই তলার বেশী হলে তা হতে সার্কিট হাউসের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা বেষ্টনী, ভিভিআইপিগণের গমনাগমনের রাস্তাসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর কার্য পদ্ধতি দুস্কৃতিকারী কর্তৃক অবলোকনে সহায়ক হবে, যা ভিভিআইপির প্রতি হুমকি স্বরূপ ।

(খ) নতুনভাবে নির্মীয়মান/নির্মিতব্য ভবন সমূহের জন্য (১০০ মিটারের মধ্যে) উচ্চতা সর্বোচ্চ ০৭ মিটারের (দুই তলা) মধ্যে সীমিত রেখে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে ।

(গ) সার্কিট হাউসের চারদিকে ইতিমধ্যে বিদ্যমান (১০০ মিটারের মধ্যে) সংলগ্ন ভবন সমূহে জানালা, বারান্দা ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থান সমূহ টেন্ডার পদ্ধতিতে এমনভাবে আচ্ছাদিত করতে হবে যাতে ঐসব ভবন থেকে সার্কিট হাউস দৃষ্টিগোচরিত না হয় ।

(ঘ) সার্কিট হাউজের ১০০ মিটারের মধ্যে ভবন সমূহের ছাদ স্থায়ীভাবে সীল করার ব্যবস্থা রাখতে হবে (তালা চাবিসহ সিঁড়িঘর গ্রহণযোগ্য, তবে উন্মুক্ত ছাদ নয়) ।

বর্ণিত অবস্থায়, আপনার পৌরসভাধীন সার্কিট হাউসের সন্নিকটে ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মতামত অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল ।

(সৈয়দ আবু আজফর আহমদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৬৯৯৫ (অঃ) ।

চেয়ারম্যান/প্রশাসক (সকল),
..... পৌরসভা,
জেলা..... ।

স্মারক নং-পৌর-১/ও-১/৯৩/৬১৬/১(৫৩২) তারিখ ঃ ১৫মে ২০০১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় (সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-৬) ।
২। মহা-পরিচালক, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা ।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)..... ।
৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)..... ।

(সৈয়দ আবু আজফর আহমদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৬৯৯৫ (অঃ) ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

নং-৪৬.০৬৩.০৩১.০৮.০০.০০১.২০১১-১১৫৩ তারিখঃ ১৭.০৭.২০১২খ্রিঃ

বিষয় ঃ বাংলাদেশ হরিজন সম্প্রদায়ের মৌলিক দাবী-দাওয়া পূরণ প্রসঙ্গে ।

সূত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-১১১ (৭), তারিখঃ ২৯.০৫.২০১২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখা কর্তৃক হরিজন সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে পেশ করা হলে নিম্নবর্ণিত দু'টি বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেনঃ

(ক) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারি, বেসরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার/ক্লিনার সুইপার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে জাত হরিজনদের জন্য সর্বনিম্ন শতকরা ৮০ ভাগ কোটা বরাদ্দ রাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং শিক্ষিত হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠীর চাকুরীর ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা রাখতে হবে ।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত সেফটি-নেট কর্মসূচি (বিশেষ করে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিএফ-ভিজিডি কার্ড ইত্যাদি) সহ অন্যান্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিতে হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

২ । এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় হয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রদান করেছেনঃ
'হরিজন সম্প্রদায়কে ফেয়ার প্রাইস কার্ড দেয়া যায় । এছাড়া, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হরিজন ও দলিত শ্রেণীর জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে দেয়া একান্ত প্রয়োজন । তারা খুবই মানবেতর জীবন যাপন করে থাকেন ।'

৩ । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন/মন্তব্য মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল ।

(মোঃ খলিলুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২
E-mail:lgpaural@lgd.gov.bd

প্রাপকঃ মেয়র/প্রশাসক (সকল)
..... পৌরসভা
..... জেলা ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল ।

১ । শেখ মোঃ আব্দুল আহাদ, পরিচালক (যুগ্ম-প্রধান), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা ।
২ । সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৬৪.০২০.৮৯.০১.০৮৫.২০১১/৫১২ তারিখঃ ১৩/০৩/২০১২ খ্রিঃ

বিষয় ঃ জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ/সংস্কার কাজের ব্যয় নির্বাহ ।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পৌরসভা রাস্তা নির্মাণ/সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের জন্য এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করেছেন । বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় এ ধরনের আবেদন বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছে না ।

০২ । এই প্রেক্ষাপটে জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বার্থে অত্যন্ত জরুরী কোন নির্মাণ/সংস্কার কাজ সম্পাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে এ বিভাগ হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে । সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া সম্পাদিত কাজের যাবতীয় ব্যয়-ভার পৌরসভার নিজস্ব তহবিল হতেই বহন করতে হবে ।

(মোঃ খলিলুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৯৭৩

মেয়র
.....পৌরসভা
জেলাঃ..... ।

অনুলিপিঃ

০১ । সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১-শাখা
(www. lgd.gov.bd)

স্মারক নং-৪৬.০৬৩.০৩১.০৮.০০.০০৯.২০১১-৭৪৩ তারিখ ঃ ২৬.০৬.২০১১ খ্রিঃ

বিষয় ঃ মন্ত্রণালয়ে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় অনুসরণ প্রসঙ্গে ।

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, পৌরসভার মেয়র/প্রশাসকগণ বিভিন্ন প্রকার পত্র এ বিভাগে প্রেরণ করে থাকেন । উক্ত পত্রসমূহে মেয়র/প্রশাসকগণ নামবিহীন স্বাক্ষর করেন । ফলে মেয়র কে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না ।

২ । এমতাবস্থায়, মন্ত্রণালয়ে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে পত্রে মেয়র/প্রশাসকের নাম মুদ্রিত করে, পদবী এবং টেলিফোন নাম্বার লিখে পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল ।

(ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর-১)
ফোন নং ঃ ৯৫১৪১৪২
e-mail:lgpaural@lgd.gov.bd

মেয়র/প্রশাসক
..... পৌরসভা, জেলা-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১-শাখা
(www. lgd.gov.bd)

স্মারক নং-৪৬.০৬৩.০৩১.০৮.০০.০০৯.২০১১-৭৪৪ তারিখ ঃ ২৬.০৬.২০১১ খ্রিঃ

বিষয় ঃ অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পত্র যোগাযোগ ও অনুলিপি প্রেরণ না করা ।

পৌরসভার মেয়রগণ দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার পত্র এ বিভাগে প্রেরণ করে থাকেন । লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, উক্ত পত্রসমূহের মধ্যে হাট-বাজার ইজারা প্রদানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অন্যান্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে যোগদান পত্র, মাসিক সভার নোটিশ, পৌরকর পরিশোধের নোটিশ, শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অবসর সংক্রান্ত আদেশপত্র, ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব গ্রহণ ও অর্পণপত্র ইত্যাদিও এ'বিভাগে প্রেরণ করা হয় । এ'সব পত্রের উপর এ'বিভাগের কিছু করণীয় নেই । ফলে এ'ধরণের পত্র যোগাযোগের কারণে কাগজ ও কালির অপচয় হয় । এ'ছাড়া আরো লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, একই বিষয়ের পত্রের মূল কপি সচিব বরাবরে প্রেরণ করে অনুলিপি যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয় । একই পত্র একাধিক কর্মকর্তার বরাবরে প্রেরণে কোন যৌক্তিকতা পরিলক্ষিত হয় না ।

২ । এমতাবস্থায়, অপ্রয়োজনীয় পত্র যোগাযোগ পরিহার এবং একই পত্রের অনুলিপি এ বিভাগের অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল ।

(ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর-১)
ফোন নং ঃ ৯৫১৪১৪২
e-mail:lgpaural@lgd.gov.bd

মেয়র/প্রশাসক
..... পৌরসভা
জেলা..... ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৬৩.০৩১.০৫.০০.০০৩.২০১১-৪৮৫ তারিখ ঃ ২৭.০৪.২০১১ খ্রিঃ

বিষয় ঃ দেশের জেলা সদরের পৌরসভাসমূহের আওতাভুক্ত বাস/ট্রাক টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারের আর্থিক সহায়তায় পৌর এলাকায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়ে থাকে । নির্মাণোত্তর টার্মিনাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা হয় । কিন্তু টার্মিনালের বার্ষিক ইজারা মূল্য দ্বারা টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সিংহভাগ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না । বর্তমানে প্রচলিত হার অনুযায়ী বাস/ট্রাক হতে আদায়কৃত টোল নিতান্তই অপ্রতুল হওয়ায় ইজারা মূল্য বাড়ছে না । ফলে পৌর কর্তৃপক্ষের পক্ষে টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে মর্মে বিষয়টি সরকারের গোচরে এসেছে ।

এমতাবস্থায়, জেলা সদরের অবস্থিত পৌরসভাসমূহের আওতাভুক্ত বাস/ট্রাক টার্মিনালে প্রতিটি গাড়ীর টার্মিনাল টোল ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা পর্যন্ত আদায় করার জন্য সংশিষ্ট পৌরসভাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

(ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫১৪১৪২
E-mail: lgpaural@gd.gov.bd

মেয়র
..... পৌরসভা,
জেলা ..... ।
অনুলিপি (অবগতি ও কার্যার্থে) ঃ
জেলা প্রশাসক,
..... (সকল) ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

স্মারক নং-সআসবি/পৌর-১/সাধা-১৮/২০০৬/৮৯৭ তারিখ ঃ ২০.১০.২০১০ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, পৌরসভাসমূহে কর্মরত নন-গেজেটেড ১ম শ্রেণীর ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ এবং ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীগণ ইচ্ছানুযায়ী বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এ,সি,আর) ফরম ব্যবহার করে থাকেন, যা সঠিক নয়।

এমতাবস্থায়, তাঁর পৌরসভায় কর্মরত সকল নন-গেজেটেড ১ম শ্রেণীর ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ এবং ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীগণ যাতে এ নির্দেশনা প্রাপ্তির পর হতে নিম্নোক্ত নির্ধারিত ফরমে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এ,সি,আর) ফরম ব্যবহার করে সে জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ঃ

ক) নন-গেজেটেড ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের জন্য - বাংলাদেশ ফরম নং ২৯০ ঘ (সংশোধিত);
খ) ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের জন্য - বাংলাদেশ ফরম নং ২৯০ ক;
গ) ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য - বাংলাদেশ ফরম নং ২৯০ খ (সংশোধিত)।

(মোঃ খলিলুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩৫৯৭

মেয়র/প্রশাসক
..... পৌরসভা,
জেলা-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা।

স্মারক নং-পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/১২৬০ তারিখ ঃ ১২-১০-২০০৫ ইং

বিষয় ঃ পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক হিসাব খোলা ও পরিচালনার লক্ষ্যে যথাযথ পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাসহ "পৌরসভা কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮" এবং সংশোধিত ১২-০৩-২০০১ ইং তারিখের এস, আর, ও নং ৬০- আইন/২০০১ প্রণীত বিভিন্ন পৌরসভা হতে ভিন্ন ভাবে প্রাপ্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বার্ষিক অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে এ বিভাগ অবহিত হয়েছে যে অধিকাংশ পৌরসভা প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক পৌরসভার কিছু কিছু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক হিসাব পরিচালনা করছে না। আলোচ্য বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনান্তে সরকার নিম্নোক্ত সমস্যা চিহ্নিত করেছে ঃ

(ক) পৌরসভার প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামে যে কোন তফসিলী ব্যাংকে ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক এর জন্য পৃথক পৃথক হিসাব খোলা হচ্ছে না;

(খ) প্রতি মাসের বেতন বিলের সংগে বিধি মোতাবেক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক হিসাবের অর্থ কর্তন ও জমা প্রদান করা হচ্ছে না;

(গ) পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী দেশের যে কোন পৌরসভায় বদলিযোগ্য। কিন্তু বদলিকৃত কর্মস্থলে ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল যথাসময়ে স্থানান্তর করা হচ্ছে না। ফলে নতুন কর্মস্থলে ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক হিসাব পরিচালনা ব্যহত হচ্ছে;

(ঘ) কোন কোন পৌরসভায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিকের জন্য আলাদা আলাদা হিসাব না থাকায় উক্ত হিসাবে জালিয়াতি ও বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্ঠি হচ্ছে;

(ঙ) কোন কোন পৌরসভা ঠিকাদারের অগ্রীম পাওনা পরিশোধ কিংবা অন্য কোন দাবী পরিশোধের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক খাত হতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করছে যা বিধিসম্মত নয়।

২। বর্ণিত সমস্যাদির কারণে পৌরসভার চাকুরী হতে অবসরপ্রাপ্ত অথবা অন্য কোন কারণে চাকুরীচ্যুত কিংবা মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দীর্ঘ চাকুরী জীবনের পর প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক হিসাব এর অর্থ প্রাপ্তিতে/পরিশোধে নানাবিধ হয়রানির স্বীকার হচ্ছেন। অন্যদিকে, এ ধরনের বিষয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা বাড়ছে। উল্লেখ্য, এ ধরণের অবাঞ্চিত পরিস্থিতি দেশের অন্য কোন স্বাশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না।

৩। অতএব, পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যাদি নিরসনকল্পে "পৌরসভা কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮" (সংশোধনীসহ) অনুসরনে অবিলম্বে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো ঃ

(অ) পৌর চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর যৌথ স্বাক্ষরে পৌরসভা এলাকায় বা নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত কোন তফসিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে;

(আ) যথানিয়মে উক্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন হতে কর্তনকৃত অংশ এবং পৌরসভার অংশ প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে;

(ই) যথানিয়মে আনুতোষিক তহবিলে কর্মকর্তা/কর্মচারীর আলাদা হিসাব প্রতি মাসে মূল বেতনের ২৫% এবং বছর শেষে মূল বেতনের তিন গুণের সমপরিমাণ টাকা জমা করতে হবে;

(ঈ) প্রতি বছর জুলাই মাসে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার হিসাব শাখা উক্ত একাউন্টের একটি বিবরনী (Statement) প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রদান করবে;

(উ) বদলির ক্ষেত্রে বদলিকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী নতুন কর্মস্থলে যোগদানের পর তিনি এবং বদলিকৃত কর্মস্থলের চেয়ারম্যান যৌথভবে একটি হিসাব খুলবেন। উক্ত হিসাব নম্বর সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান পূর্ববর্তী পৌরসভার চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করে পূর্ববর্তী কর্মস্থলের জমাকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলিকৃত কর্মস্থলে খোলা নতুন হিসাবে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করবেন।

(এ,এইচ,এম আবুল কাসেম)
সচিব

চেয়ারম্যান/প্রশাসক
..... পৌরসভা (সকল)
জেলা-..... ।

স্মারক নং-পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/১২৬০ তারিখ ঃ ১২-১০-২০০৫ ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ

১। মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর শাখা-৩), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১

নং-অম/অবি(বাস্ত-১) বিবিধ-৫/৯৫/১৩৮ তারিখ ঃ ১৫/০৯/২০০২ খ্রিঃ

বিষয় ঃ আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান প্রসংগে ।

সূত্র নং-অম/অবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-৫/২৩০, তাং-১৯/১১/৯৫

নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, কতিপয় আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অর্থ বিভাগের ১৯/১১/৯৫ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-১) বিবিধ-৫/২৩০ নং আদেশের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিধি, বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে ও পদ্ধতিতে আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি) প্রদান করা হইতেছে বলিয়া অর্থ বিভাগের গোচরীভূত হইয়াছে যাহা চরম আর্থিক অনিয়ম ।

২ । পেনশন/গ্র্যাচুইটি (যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) নির্ধারণের পূর্ব শর্ত হইতেছে আহরিত শেষ বেতন নির্ধারণ । অর্থ বিভাগের বর্ণিত আদেশের মর্মার্থ ছিল "৩১/১২/৯৪ তারিখের বেতনের উপর ভিত্তি করিয়া ১০% বেতন বৃদ্ধির সুবিধা" বিষয়ে বর্ণিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহের ১/১/৯৫ ও ১/৭/৯৫ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকা কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে । উক্ত আদেশের কোনভাবেই সংস্থার গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের বিদ্যমান পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতিতে আনুতোষিক প্রদানের কথা বলা হয় নাই ।

৩ । আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১০% বেতন বৃদ্ধি প্রদান, প্রসংগে অর্থ বিভাগের ১৯/১/৯৫ইং তারিখে জারীকৃত অম/অধি(বাস্ত-১)/বেতন বৃদ্ধি-১/৯৫/০৯নং স্মারকের প্রেক্ষিতে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ১/১/৯৫ ও ১/৭/৯৫ তারিখে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকিবেন তাহারা উপরোক্ত বেতন বৃদ্ধির সুবিধা আনুতোষিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য হইবেন কিনা এ মর্মে কতিপয় সংস্থা কর্তৃক অর্থ বিভাগের মতামত চাওয়া হইলে অর্থ বিভাগের ১৯/১১/৯৫ তারিখের অম/জবি(বাস্ত-১)/বিবিধ-৫/৯৫/২৩০নং অফিস আদেশটি জারী করা হইয়াছিল ।

আধা সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিধি, বিধান ও পদ্ধতি অনুযায়ী আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি) প্রাপ্য হইবে ।

আবদুল বারী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১২৯৭৬ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

স্মারক নং-পৌ-১/এম৭১/৯০(অংশ-১)/৭০৯(২৪৫) তারিখ ঃ ৩ জুন ২০০১

বিষয় ঃ আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) নির্ধারণ প্রসঙ্গে ।

সূত্র ঃ ১) অত্র বিভাগের ২-৯-৯৭ তারিখে পৌর-১/এম-৭১/ ৯০ (অংশ-১)/৩৭৩(৪) নং স্মারক ।
২) অত্র বিভাগের ২৮-১০-৯৮ তারিখের পৌর-১/এম-৭১/ ৯০(অংশ-১)/৮২০ নং স্মারক ।

যে সমস্ত সংস্থায় পেনশন প্রথার পরিবর্তে আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) প্রথা চালু রহিয়াছে, সেই সমস্ত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে যেভাবে বেতন নির্ধারণ করা হয়, আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) প্রদানের ক্ষেত্রে ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে । যাহারা ১-১-১৯৯৫ ও ১-৭-১৯৯৫ তারিখ সমূহে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন, তাহারা ঐ তারিখ সমূহে ১০% বেতন বৃদ্ধির সুবিধাসহ আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) প্রাপ্য হইবেন" মর্মে অর্থ বিভাগ হইতে ১৯-১১-১৯৯৫ তারিখে অম/অবি(বাস্ত-১১)/বিবিধ-৫/৯৫/২৩০ নম্বর অফিস আদেশ জারি করা হইলে যথারীতি উহা বাস্তবায়নের জন্য অত্র বিভাগের ২৩/১০/৯৬ তারিখের পৌর-২/৫বি-৮/৯৬/৯৫০ নং স্মারকে সকল পৌরসভায় এবং ১২-৯-৯৬ তারিখের পৌর-১/এম-৭১/৯০ (অংশ-১)/৫০২(৪) নং স্মারকে সকল সিটি কর্পোরেশনে উক্ত আদেশের কপি পৃষ্ঠাঙ্কন (Endorse) করা হইয়াছিল । পরবর্তীকালে কিভাবে উক্ত গ্রাচুইটি হিসাব করিতে হইবে অত্র বিভাগের ২৯-৫-৯৭ তারিখের পৌর-১/এম-৭১/৯০(অংশ-১)/২৯১/২(৪) নং স্মারকে সিটি কর্পোরেশনসমূহে একটি ব্যাখ্যাও প্রেরণ করা হইয়াছিল । কিন্তু পরবর্তীকালে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পেনশন প্রথা প্রবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট আনুতোষিক বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে সূত্রের স্মারকে অর্থ বিভাগের উল্লিখিত আদেশের কার্যকারিতা সাময়িক স্থগিত রাখা হইয়াছিল ।

২ । ইতিমধ্যে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য আনুতোষিক বিধিমালা সংশোধন করা হইয়াছে ।

৩ । তবে, যেহেতু মহামান্য হাইকোর্টের ২৮৭৭/১৯৯৯ নং রীট পিটিশন মামলায় প্রদত্ত ১২-৬-২০০০ তারিখের আদেশের সূত্রের স্মারকদ্বয় বাতিল হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও পৌরসভা কিংবা সিটি কর্পোরেশসমূহ হইতে অর্থ বিভাগের ১৯-১১-৯৫ তারিখের অম/অবি(বাপ্ত-১১)/বিবিধ-৫/৯৫/২৩০ নম্বর অফিস আদেশ অনুসারে আনুতোষিক নির্ধারণ করা হইতেছে না মর্মে অত্র বিভাগের জ্ঞাতে আসিয়াছে । সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাইতেছে যে, মহামান্য হাইকোর্ট ২৮৭৭-১৯৯৯ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত ১২-৬-২০০০ তারিখের আদেশে সূত্রে উল্লিখিত অত্র বিভাগের স্মারকদ্বয়ের আর কোনরূপ কার্যকারিতা নাই ।

৪ । অতএব, ২৮৭৭/১৯৯৯ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত ১২-৬-২০০০ তারিখের আদেশ মোতাবেক অর্থ বিভাগের গত ১৯-১১-৯৫ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-১১)/বিবিধ-৫/৯৫/২৩০ নম্বর অফিস আদেশ বাস্তবায়নের জন্য তাহাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হইল ।

(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১ । প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
..... সিটি কর্পোরেশন (সকল)

২ । চেয়ারম্যান/প্রশাসক
..... পৌরসভা (সকল)
জেলা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রতিনিধি অনুবিভাগ
বাস্তবায়ন শাখা-১

স্মারক নং-অঘ/অবি(বাস্ত-১/বিবিধ-৫/৯৫/২৩০ তারিখ ঃ-১৯/১১/১৯৯৫ইং।

"অফিস আদেশ"

বিষয় ঃ আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিক (গ্রাচ্যুইটি) নির্ধারণ প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত সংস্থায় প্রমোশন প্রথার পরিবর্তে আনুতোষিক (গ্রাচ্যুইটি) প্রথা চালু রহিয়াছে, সেই সমস্ত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে যেভাবে বেতন নির্ধারণ করা হয়, আনুতোষিক (গ্রাচ্যুইটি) প্রদানের ক্ষেত্রে ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

২। যাহারা ০১-০১-১৯৯৫ ও ০১-০৭-১৯৯৫ইং তারিখ সমূহে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন, তাহারা ঐ তারিখ সমূহে ১০% বেতন বৃদ্ধির সুবিধাসহ আনুতোষিক (গ্রাচ্যুইটি) প্রাপ্য হইবেন।

স্বা/-
(মোঃ ফারুক শিকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোন ঃ ৩০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রতিনিধি অনুবিভাগ
(শাখা-পৌর-২)

স্মারক নং-পৌর-২/৫বি-৮/৯৬/৯৫০(১২৯) তারিখ ঃ ২৩/১০/১৯৯৬ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ-

১। চেয়ারম্যান/ প্রশাসক,
---------- পৌরসভা (সকল)।
২। সিনিয়র সহকারী সচিব শাখা-পৌর-১/৩, অত্র বিভাগ।

(উম্মূল হাছনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং-পৌ-২/৫বি-২৩/৯২/৮৭(১১৯)

তারিখ ঃ ১৫/১০/১৪০১ বাংলা / ২৮/০১/১৯৯৫ ইং

বিষয় ঃ পৌরসভা কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক বিধিমালার সংশোধিত প্রজ্ঞাপনের কপি প্রেরণ প্রসংগে ।

সূত্র ঃ মুদ্রিত প্রজ্ঞাপন নং-৩২৫-আইন/৯৪, তারিখ ঃ ১৫/১১/৯৪ইং ।

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পৌরসভা অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৭ এর সেকশন-১৪৬-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পৌরসভা (কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮ তে ১৯ এর উপ-বিধি (১) এর সংশোধন করেছেন । ইহার ফলে পৌরসভায় কর্মরত মৃত্যুবরনকারী কর্মচারীদের আনুতোষিক প্রদানের বিষয়ে এখন হতে সরকারের পূর্বানুমোদনের আর কোন প্রয়োজন হবে না । এ বিষয়ে মুদ্রিত প্রজ্ঞাপনের কপি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য অত্র সাথ সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো ।

(মোঃ আবদুস সামাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক ঃ-
চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
..... পৌরসভা,
জেলা-..... ।

স্মারক নং-পৌ-২/৫বি-২৩/৯২/৮৭/১(৩)

তারিখ ঃ ১৫/১০/১৪০১ বাংলা / ২৮/০১/১৯৯৫ ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ-
১ । সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, পৌর-৩/১, অত্র বিভাগ ।
২ । অডিট শাখা, অত্র বিভাগ ।

(মোঃ আবদুস সামাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২)

স্মারক নং-পৌর-২/৫নি-৩২/৯১/৫০২(১০৫) তারিখ ঃ-২৪-৮-৯২ইং

বিষয় ঃ পৌরসভা কর্মচারীগনের আনুতোষিক প্রদান সম্পর্কে ।

পৌরসভা কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধি মালা, ১৯৮৮ এর ৯৮(১) বিধি অনুযায়ী পৌরসভার কোন কর্মচারী অন্ততঃ ৫ বছর চাকুরী সমাপ্তির পর অবসর গ্রহণ করিলে উক্ত বিধিতে বর্ণিত হিসাব অনুসারে পৌরসভা আনুতোষিক মঞ্জুরী প্রদান করিতে পারে । কিন্তু এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইতেছে যাহা অনভিপ্রেত । তবে পৌরসভা কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধি মালা ১৯৮৮ এর ১৯ বিধি অনুযায়ী কেবলমাত্র মৃত কর্মচারীগনের আনুতোষিক প্রদানের পূর্বে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন হইবে ।

২ । এমতাবস্থায় পৌরসভা কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮ এর ১৮ বিধি অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন তাহাদের নিয়মগুলো মন্ত্রণালয়ে না পাঠাইয়া উক্ত বিধি অনুযায়ী নিস্পন্ন করার জন্য পৌরসভাকে নির্দেশ দেওয়া হইল । তবে উক্ত বিষয়গুলো নিস্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে ।

(এল,আর ভূঁইয়া)
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)

প্রাপক ঃ-

প্রশাসক / চেয়ারম্যান,---------- পৌরসভা,
জেলা---------- ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর- ২ শাখা

স্মারক নং- পৌর- ২/উঃপ্রঃ (কুষ্টিয়া) ১৫-৫২/৯৮/৬৯২ তারিখঃ ২২-০৭-২০০১খ্রিঃ

বিষয়ঃ পৌরসভা পানি সরবরাহ উপ-আইনমালা, ১৯৯৯ প্রতিপালন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে জানান যাচ্ছে যে, "পৌরসভা পানি সরবরাহ আদর্শ উপ-আইনমালা ১৯৯৯" প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন পৌরসভা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপ-আইনমালা প্রণয়ন পূর্বক এ বিভাগে প্রেরন করে অনুমোদনের প্রস্তাব করছে।

২। উলেখ্য, উক্ত উপ-আইনমালার ১১ নং অনুচ্ছেদে সরকারের পূর্ব অনুমোদক্রমে মাসিক পানির মূল্য হার এবং ১৮ নং অনুচ্ছেদে পুনঃসংযোগ ফি ধার্যের ক্ষমতা পৌর কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে। তবে এর ৬ নং অনুচ্ছেদের ১ উপ অনুচ্ছেদে সংযোগ ফি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তবে আবেদনকারীকে পানির সংযোগ স্থাপনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য খরচ বহন করতে হবে মর্মে ৬(২) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিধিতে উপ আইনমালায় নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট সংযোগ ফি ব্যতীত পানির সংযোগ স্থাপনের অন্যান্য বিবিধ খরচ নির্ধারণ পূর্বক আদায়ের ক্ষমতা পৌসভাকে প্রদান করা হয়েছে।

৩। অতএব, নতুন করে পৌরসভা পানি সরবরাহ উপ-আইনমালা অনুমোদনের প্রস্তাবনা প্রেরনের জন্য এবং এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত "পৌরসভা পানি সরবরাহ আদর্শ উপ-আইনমালা, ১৯৯৯ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(মোহাম্মদ আলী খান)
উপ-সচিব (পৌর)
ফোন- ৮৬১৮৯৭৪

চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
.....পৌরসভা (সকল)
জেলা..... ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-৩ শাখা)

স্মারক নং-পৌর-৩/ববি-লাল-পদ-১৫/৯৩ (অংশ-১১)৪৯৬ তারিখ ঃ ২৯/৫/২০০১

বিষয় ঃ লেডি হেলথ ভিজিটর পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে স্পষ্টকরণ প্রসংগে ।

সূত্র ঃ তাঁর স্মারক নং-১১৪ তাং-২৯/৪/২০০১ইং ।

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এ,এস,ডি নামীয় কোন কোর্স স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে চালু নেই । চাকুরী বিধিমালা সংশোধনের পূর্বে এ পদে নিয়োগ সম্ভব নয় । এমতাবস্থায় চাকুরী বিধিমালা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত এ পদে নিয়োগ স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করা গেল ।

(আলম আরা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব ।
ফোন ঃ ৮৬১৯৮৭৩ (অঃ)

চেয়ারম্যান,
লালমোহন পৌরসভা,
জেলা-ভোলা ।

বিতরণ ঃ (কার্যার্থে)

চেয়ারম্যান/ প্রশাসক,
..... পৌরসভা,
জেলা-..... ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(শাখা-পৌর-২)

স্মারক নং-পৌর-২/পরি-৩/৯৮/৫০৮(১৫৯) তারিখ ঃ ০৩-০৫-৯৮ইং

বিষয় ঃ পৌরসভা কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ৯২'তে নির্ধারিত দশম শ্রেণীর যোগ্যতার ব্যাখ্যা ।

উপরি-উক্ত বিষয়ে অত্র বিভাগ হতে জারীকৃত ১৮/১১/৯৭ইং তারিখের পৌর-২/৪নি-৩/৯০/১২১৮(১৫০) নং স্মারকের সংশোধনক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, পৌরসভা কর্মচারী বিধি, ১৯৯২'তে যেসকল পদের যোগ্যতা দশম শ্রেণী উল্লেখ রয়েছে, সেসকল পদের জন্য এস,এস,সি অকৃতকার্যরাও আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

(আবদুল সাত্তার মিঞা)
উপ-সচিব (পৌর) ।

চেয়ারম্যান/প্রশাসক
..... পৌরসভা (সকল)
জেলা-.....

স্মারক নং-পৌর-২/পরি-৩/৯৮/৫০৮/১(২) তারিখ ঃ ০৩-০৫-৯৮ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্তা গ্রহনের জন্য অনুলিপি দেয়া হ'লঃ-

২ । সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর-১/৩ শাখা), অত্র বিভাগ ।

(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহ্মেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং-পৌ-২/৫বি-৪/৯১ (অংশ-৯)/৩৪৮(১৫৪) তারিখ ১০/০৩/৯৮ইং

বিষয় ঃ উচ্চতর বেতন স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান প্রসংগে ।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সচিব ও অন্যন্য কর্মকর্তাগন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়াই বিধি বহির্ভূতভাবে উচ্চতর বেতন স্কেল সিলেকশন গ্রেডে বেতন-ভাতা গ্রহণ করছেন । আবার কোন কোন পৌরসভা ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের এল.পি.আর. দিয়ে দিচ্ছেন ।

২ । মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া উক্তরূপ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ/ প্রদান এবং পৌরসভা কর্তৃক উক্তরূপ এল.পি.আর সঞ্চয়ী বিধি বর্হির্ভূত ।

৩ । অতএব, কোন কর্মকর্তাকে এরূপ বিধি বহির্ভূত কোন অর্থ প্রদত্ত হয়ে থাকলে তা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল । ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের এল.পি.আর. এর আবেদন যথা সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের জন্যও অনুরোধ করা হ'ল ।

আবদুস সাত্তার মিঞা
উপ-সচিব (পৌর) ।

প্রাপক ঃ- চেয়ারম্যান/ প্রশাসক,
..... পৌরসভা (সকল),
জেলা-..... ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং- পৌর-২/২বি-৪/৯০(অংশ-১)১৯৯৩(১৫০) তারিখঃ ১৭-১১-৯৭ইং।

বিষয়ঃ পৌরসভাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত 'নক্সাকার' পদের বেতনক্রম প্রসঙ্গে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৯-১১-৯৪ইং তারিখের সব (বিধি-২) পদোন্নতি-২৭/৯০/১৬৪ এর অনৃবৃত্তিক্রমে এ বিভাগের ২২-০২-৯৫ইং তারিকের পৌর-১/ও-১/৯৩/১০০(৫০০) নং প্রজ্ঞাপন মারফত দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমানের পদসমূহের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের ০৩-১২-৯৪ইং তারিখে অর্থ/অবি/বাস্ত-৪/ডিপ্লো-২০/৯২(অংশ)/৬৯ নং স্মারকের অনুসৃতিক্রমে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমানের পদসমূহে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদের বেতনক্রম = ২৩০০-৪৪৮০/ টাকা নির্ধারন করা হয়।

২। উপরি-উক্ত স্বারকদ্বয়ের বরাতে বিভিন্ন পৌরসভায় কর্মরত 'নক্সাকার' গন বেতনস্কেল = ২৩০০-৪৪৮০/- টাকা বেতনক্রম বেতন-ভাতা গ্রহণ করছেন মর্মে জানা গেছে।

৩। পৌরসভায় কর্মচারী চাকুরী বিধি, ১৯৯২ এর তফসিলে "উপ-সহকারী প্রকৌশলী" এবং 'নক্সাকার' পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা এক নয়। অপরদিকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির জন্য 'নক্সাকার' হিসেবে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়-তাই উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং 'নক্সাকার' পদ দু'টি সমমানের নয়।

৪। অতএব, পৌরসভাসমূহের 'নক্সাকার' পদটিকে ৩য় শ্রেণীভুক্ত পদ হিসেবেই গণ্য করণের জন্য এবং এ পদের বেতনক্রম =৭২৫-৩৭২০/- টাকা নির্ধারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পৌরসভাকে অনুরোধ করা হ'ল।

৫। ইতোপূর্বে যে সকল পৌরসভা কর্তৃক 'নক্সাকার' পদের জন্য ২৩০০-৪৪৮০/- টাকা বেতনক্রম গ্রহণ করা হয়েছে উক্ত পৌরসভার 'নক্সাকার' দের বেতনক্রম ১৭২৫-৩৭২৫/- টাকা নির্ধারণ পূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য বলা হ'ল।

(আবদুস সাত্তার মিঞা)
উপ-সচিব (পৌর)

প্রাপকঃ চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
----------পৌরসভা
জেলা---------- ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং- পৌ-২/৫নি-৪/৯৫/৪৬৪(১৩৮) তারিখঃ ০৫-০৬-৯৭ইং।

বিষয়ঃ পৌরসভার 'স্বাস্থ্য কর্মকর্তার' পদ বিলুপ্তি এবং 'মেডিকেল অফিসার' এর পদ সৃষ্টি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে আদিষ্টক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে ক-১ ক-২ খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভার 'স্বাস্থ্য কর্মকর্তার' পদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং তদস্থলে 'মেডিকেল অফিসার' পদ সৃষ্টিপূর্বক উক্ত পদের জন্য = ২৮০০-৫১০০/- টাকার বেতনক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে।

(উম্মুল হাছনা)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপকঃ চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
----------পৌরসভা
জেলা---------- ।

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা।
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.২২৫.২১-২৩৩৮ তারিখ: ১৬ কার্তিক, ১৪২৮ / ০১ নভেম্বর, ২০২১

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
হিসাব ভবন (৫ম তলা, গেট নং-৪), সেগুনবাগিচা, ঢাকা

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পৌরসভাসমূহের 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'দের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদির কোড সংক্রান্ত।

সূত্র : স্মারক নং-৯৩৪, তারিখঃ ১৩/১০/২০২১ অর্থ বিভাগের বাজেট-১১ শাখা হতে প্রাপ্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পৌরসভাসমূহে পদায়নকৃত 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'দের বেতন ভাতাদি "উপ-পরিচালক এর কার্যালয়সমূহ, স্থানীয় সরকার" (১৫৭০২০২-১৫৭২০২০০০০০০) এর অধীনে ৩১১১১-সাধারণভাবে প্রদত্ত বরাদ্দ হতে উত্তোলন করার জন্য নির্দেশক্রমে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি।

০১/১১/২১

(ফারজানা মান্নান)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৭২
farzana.mannan0406@gmail.com

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.২২৫.২১-২৩৩৮ তারিখ: ১৬ কার্তিক, ১৪২৮ / ০১ নভেম্বর, ২০২১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো(জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মেয়র, সাভার/ তারাব/ কক্সবাজার/ ফরিদপুর/ ভোলা/ মেহেরপুর/ ভৈরব/ হবিগঞ্জ/ লাকসাম/ চৌমুহনী/ নরসিংদী/ নাটোর/ মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার/ তারাব/ কক্সবাজার/ ফরিদপুর/ ভোলা/ মেহেরপুর/ ভৈরব/ হবিগঞ্জ/ লাকসাম/ চৌমুহনী/ নরসিংদী/ নাটোর/ মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা।
৫. জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জেলা:.............................
৬ উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, উপজেলা:..............................., জেলা:.................................।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮। অফিস কপি।

(ফারজানা মান্নান)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-১ অধিশাখা)

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০০৪.১৫.৮৮০ তারিখ: ১৯/০৮/২০১৯

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৪র্থ ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯১(৪) ধারা মোতাবেক পৌরসভার তহবিলে জমাকৃত অর্থ হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বপ্রথমে পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা পরিশোধ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৪র্থ ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯১(৪) ধারায় পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়ে নিম্নরূপ বিধান উল্লেখ রয়েছে:

ধারা ৯১(৪): পৌরসভার তহবিলে সময়ে জমাকৃত অর্থ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োগ করিতে হইবে:-

(ক) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;
(খ) এই আইনের অধীন পৌরসভার তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় মিটানো;
(গ) পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত যথোপযুক্ত ব্যয় মিটানো; এবং
(ঘ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় মিটানো।

উপরি-উক্ত বিধান মোতাবেক পৌরসভার তহবিল হতে পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৪র্থ ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯১(৪) ধারা মোতাবেক পৌরসভার তহবিলে জমাকৃত অর্থ হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বপ্রথমে পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। বেতন-ভাতা পরিশোধের পর অবশিষ্ট থাকলে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।

(মোঃ আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১১৬০৩

মেয়র/প্রশাসক/ভারপ্রাপ্ত মেয়র (সকল পৌরসভা)

সদয় জ্ঞাতার্থে:

১) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
২) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৩) জেলা প্রশাসক (সকল জেলা)।
৪) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৫) উপসচিব, পৌর-২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৭) সভাপতি/সেক্রেটারী জেনারেল, মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব)।
৮) প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৯) অতিরিক্ত সচিব, (নগর ও উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১০) অফিস নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং-পৌ-২/৫বি-২/৯০/৬৭৪

তারিখ ঃ ১৫-০৩-১৪০২ বাংলা / ২৯/০৬/৯৫ ইং

সরকার পৌরসভাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ও পৌরসভার কর্মকর্তা/ কর্মচারী চাকুরী বিধি, ১৯৯২ এর তফসীলের বর্ণিত 'খ' শ্রেণীর সচিব পদের বেতন স্কেল = ১৭২৫-৭×১০৫-২৪৬০-ইবি-১১×১১৫-৩৭২৫/- টাকার স্থানে = ২৩০০-৭×১১৫-৩১০৫-ইবি-১১×১২৫-৪৪৮০/- টাকায় এবং 'গ; শ্রেণীর সচিব পদের বেতন স্কেল =১৫০০-৭×১০০-২২৫০-ইবি-১১×১০৫-৩৪০৫/- টাকার স্থলে =১৭২৫-৭×১০৫-২৪৬০-ইবি-১১×১১৫-৩৭২৫/- টাকায় উন্নীত করেছেন।

২। উক্ত পদসমূহের বেতনক্রম উন্নীত করার ফলে অতিরিক্ত যে অর্থের প্রয়োজন হবে তাহা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করতে হবে।

৩। এই আদেশ পত্র জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ খালেকুজ্জামান)
উপ-সচিব (পৌর)

স্মারক নং-পৌ-২/৫বি-২/৯০/৬৭৪/১(২৪৬)

তারিখ ঃ ১৫-০৩-১৪০২ বাংলা / ২৯/০৬/৯৫ ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ-

১। মহা-পরিচালক, মইই উইং, অত্র বিভাগ/এন.আই.এল.জি, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান/প্রশাসক,..... পৌরসভা, জেলা-.....।
৩। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। উক্ত প্রজ্ঞাপন খানা পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ উহার ৫০০ (পাঁচশত) কপি অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব, পৌর-৩/পৌর-১/আইন-১ শাখা, অত্র বিভাগ।
৫। সচিব,..... পৌরসভা, জেলা-.....।

(মোঃ আবদুস সামাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর শাখা-২ ।

স্মারক নং-পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/১২৬০ তারিখ ঃ ১২-১০-২০০৫ ইং

বিষয় ঃ পৌরসভার ব্যাংক একাউন্ট খোলা প্রসংগে ।

অত্র বিভাগের জ্ঞাতে এসেছে যে, কোন কোন পৌরসভায় একটি একাউন্টে সব খাতের টাকা রাখা হয় এবং কোন কোন পৌরসভায় একের অধিক অর্থাৎ ১৫/২০ টি একাউন্ট খোলা হয় এবং অনেক একাউন্ট পরিচালনাও করা হয় না । কোন কোন পৌরসভা কর্তৃক এক খাতের অর্থ অন্য খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বিধি বহির্ভূতভাবে তা ব্যয় করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায় । সব খাতের টাকা একই হিসাবে রাখা অথবা একই খাতের টাকা ভিন্ন ভিন্ন একাউন্টে রাখার ফলশ্রুতিতে আর্থিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ।

২ । এমতাবস্থায়, পৌরসভাসমূহের অর্থ জমা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিটি পৌরসভার জন্য তফসিলী ব্যাংকে নিম্নোক্তভাবে একাউন্ট খোলার পরামর্শ প্রদান করা হ'ল এবং অন্য সকল অপ্রয়োজনীয় একাউন্ট অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো ঃ

(ক) সকল প্রকার আয়ের জন্য ১টি । কিন্তু যে সকল পৌরসভায় ব্যাংকিং পদ্ধতিতে পৌরকর ও ট্যাক্স আদায় হচ্ছে সে সকল পৌরসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক হিসাব খুলতে হবে ।
(খ) সরকারী উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের জন্য (এডিপি)- ১টি
(গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ক্ষতিপূরণ বাবদ আয়ের জন্য- ১টি (টিএন্ডটি, পিডব্লিউডি/আরইবি, ওয়াসা ও গ্যাস)
(ঘ) ভূমি হস্তান্তর ফি বাবদ প্রাপ্য আয়ের জন্য -১টি
(ঙ) ঠিকাদারগণের নিকট হতে কর্তনকৃত জামানতের জন্য -১টি
(চ) পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন শাখার যাবতীয় আয়ের জন্য-১টি

৩ । সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নীতিমালা অনুসারে এ বিভাগকে অবহিত রেখে পৃথক একাউন্ট খোলা যেতে পারে ।

৪ । প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাচ্যুইটি ও ভবিষ্য তহবিল-এর জন্য বিধি মোতাবেক প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন একাউন্ট খুলতে হবে ।

(এ,এইচ,এম আবুল কাসেম)
সচিব

চেয়ারম্যান
..... পৌরসভা
জেলা-.....

স্মারক নং-পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/ তারিখ ঃ ১২-১০-২০০৫ ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ
১ । মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।
২ । জেলা প্রশাসক, ...
৩ । সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর শাখা-৩), স্থানীয় সরকার বিভাগ ।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা

নং-প্রশাসন-১/ই-১৩/৯২/১৯১৫ তারিখ-৩১-০৮-২০০৫

অফিস আদেশ

স্থানীয় সরকার বিভাগের ২২-০৭-১৯৯৫ তারিখের প্রজেই-১/প্রশাসন/ই-১৩/৯২/৭০৭ নং স্মারকে জারীকৃত অভ্যন্তরীণ কার্যবন্টনে স্থানীয় সরকার বিভাগের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত এবং হাইকোর্ট বিভাগে যে সকল মামলা এবং রীট দাখিল করা হয়ে থাকে তা পরিচালনার জন্য সরকার পক্ষের জবাবসহ আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম আইন অধিশাখার মাধ্যমে পরিচালিত হবে-মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উক্ত মামলা পরিচালনার জন্য আইন অধিশাখা হতে সংশ্লিষ্ট শাখা/কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ ওয়ারী ঘটনার বিবরণী (Paravise Statement of facts) ইংরেজিতে প্রস্তুত/প্রেরনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়, যা মূলতঃ কার্যবন্টন পরিপন্থী।

এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হলে ঐ মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে (Statement of facts তৈরীসহ) কার্যবণ্টন অনুসরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন অধিশাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(এ এইচ এম আবুল কাসেম)
সচিব

নং-প্রশাসন-১/ই-১৩/৯২/১৯১৫/১(৬) তারিখ-৩১-০৮-২০০৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। যুগ্ম-সচিব/মহা-পরিচালক ( ), অত্র বিভাগ।
২। উপ-সচিব/উপ-প্রধান/পরিচালক ( ), অত্র বিভাগ।
৩। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান ( ), অত্র বিভাগ।
৫। সচিবের একান্ত সচিব, অত্র বিভাগ।
৬। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/কম্পিউটার প্রোগ্রামার, অত্র বিভাগ।

(মালেকা পারভীন)
সিঃ সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬৯১৭৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

স্মারক নং- স্থাসবি/পৌর-২/বিবিধ-১২/২০০৮/১৪৪৯ তারিখঃ ২৬/১১/২০০৮ খ্রিঃ

বিষয় ঃ পৌরসভায় ব্যবহারের জন্য ফ্যাক্স মেশিন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং আইপিএস স্থাপন প্রসংগে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পৌরসভায় ব্যবহারের জন্য পৌরসভার নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ফ্যাক্স মেশিন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং আইপিএস স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো । বিষয়টি অতীব জরুরী ।

(শাহীন আখতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৯৭৩

প্রশাসক/মেয়র,
---------- পৌরসভা
জেলাঃ ---------- ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

"উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র"

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.১৫৩.১৬-৮০৩ তারিখ: ০৪/০৭/২০১৯

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ সকল পৌরসভায় শতভাগ সরকারি ক্রয় ই-জিপিতে প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নিবিড় তদারকির জন্য অনুশসান।

সূত্রঃ প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এর ০৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৪৫৪ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসভা পর্যায়ে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্টের (e-Gp) মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নোক্ত অনুশাসনসমূহ নির্দেশক্রমে জারী করা হ'লঃ

(□) পৌরসভাসমূহকে LGI ডোমেইনের আওতায় প্রস্তুতকৃত আইডি ব্যতীত অন্য কোন আইডি ই-জিপির কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন আদেশ অনুযায়ী যে সকল দরপত্রের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মাননীয় মন্ত্রী অথবা সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, সে সকল দরপত্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সংযুক্ত খসড়া (সংযুক্তি-১) অনুসরণক্রমে দরপত্র আহ্বান করতে হবে;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন আদেশ অনুযায়ী যে সকল দরপত্রের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সংস্থা প্রধান অর্থাৎ মেয়র/প্রশাসক, সে সকল দরপত্রের ক্ষেত্রে অনুমোদন কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংযুক্ত খসড়া (সংযুক্তি-২) অনুসরণক্রমে পৌরসভার মেয়র /প্রশাসক "দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি" গঠন করবেন;

(ঘ) 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান করবেন পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী এবং খ ও গ শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী। দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তা ই-জিপি সিস্টেমে Organization Admin হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ইজিপি সিস্টেমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) পৌর সচিব এর মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন মেয়রের (HOPE) নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন;

(চ) প্রতিটি পৌরসভা তাদের পৌরসভা হতে একজন যোগ্য ফোকাল পারসন মনোনীত করে "proinfo.lged.gov.bd" ওয়েব সাইটের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য প্রদান করবে।

২। সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত অনুশাসনসমূহ মেনে চলার অনুরোধ করা হ'ল। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন হলে নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট), এলজিইডি (ই-মেইলঃ xen.procurement@lged.gov.bd, ফোনঃ ০১৭৬৮১০০৬০০ এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি (ই-মেইলঃ sharifslm@lged.gov.bd, ফোনঃ ০১৮১৯১৩০৮৪৪) এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(ফারজানা মান্নান)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৭২
ই-মেইলঃ farzana.mannan0406@gmail.com

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১। মেয়র.....পৌরসভা, জেলাঃ.....।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ...পৌরসভা, জেলাঃ.....।
৩। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, ...উপজেলা, জেলাঃ .....।
৪। নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী, ...পৌরসভা, জেলাঃ .....।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

স্মারক নং-পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/৯৪৮ তারিখ ঃ ১৭-০৮.২০০৫

বিষয় ঃ প্রতিটি পৌরসভার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে একটি কম্পিউটার ও একটি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

পৌরসভার দৈনন্দিন কাজকর্ম সুচারুভাবে সম্পাদন, রাজস্ব আয়-ব্যয় ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ/হালনাগাদকরণ এর জন্য নিজস্ব অর্থায়নে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা ব্যয়ে একটি কম্পিউটার (লেজার প্রিন্টারসহ) এবং এ বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা ব্যয়ে জরুরী ভিত্তিতে একটি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়ের জন্য নির্দেশক্রমে অনুমোদন প্রদান করা হ'ল।

২। উক্ত কম্পিউটার ও ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় পূর্বক ফ্যাক্স নম্বরসমূহ এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩৫৯৭

চেয়ারম্যান/ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান/প্রশাসক
..... পৌরসভা
জেলা.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২-শাখা
(www. lgd.gov.bd)

স্মারক নং-পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/১২৫৭ তারিখ ঃ ১৮-০৮-২০০৫

পরিপত্র

বিষয় ঃ পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি এবং হাজিরা বহি স্বাক্ষর ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১১-১২-২০০৪ তারিখে জারীকৃত পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/১৫৬০ নম্বর পরিপত্রের মাধ্যমে সকল পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীকে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া এবং অফিস সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অফিসে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় । উক্ত নির্দেশ কোন কোন পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন না এবং কোন কোন পৌরসভায় হাজিরা বহি যথানিয়মে স্বাক্ষর ও সংরক্ষণ করা হয় না-মর্মে এ বিভাগের জ্ঞাতে এসেছে । এরূপ কর্তব্যে অবহেলার জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পৌরসভার কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২ এর আওতায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে ।

২ । এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত মর্মে অনুশাসন দেওয়া হ'লঃ

(ক) পৌরসভার সকল শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সকাল ৯.১৫ মিনিট এর মধ্যে হাজিরা বহি স্বাক্ষর পূর্বক শাখা প্রধানের মাধ্যমে ৯.৩০ মিনিট এর মধ্যে বিভাগীয় প্রধানের কাছে জমা করতে হবে এবং বিভাগীয় প্রধান প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক অনুপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা (Attendence Sheet) পৌর সচিবের মাধ্যমে (অবর্তমানে সরাসরি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবেন ও হাজিরা বহি (Attendence Register) সংশ্লিষ্ট শাখায় ফেরত পাঠাবেন;

(খ) কর আদায় ও কর নিরূপণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বহির্গমনের জন্য হাজিরা বহির সাথে সাথে গতিবিধি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবেন । শাখা প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানের অনুমতিক্রমে কোন কর্মচারী অফিসের বাইরে যাওয়ার সময়, তারিখ, কারণ, ফেরত আসার সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি গতিবিধি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং উক্ত রেজিস্ট্রার সংশিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

(গ) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সকাল ৯.০০ টা হতে ৯.৪০ টা পর্যন্ত আবশ্যিকভাবে অফিসে অবস্থান করতে হবে;

(ঘ) পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পৌর চেয়ারম্যান এর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ (Station leave) করতে পারবেন না এবং সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান করতে হবে ।

৩ । স্থানীয় সরকার বিভাগের বা জেলা প্রশাসনের পরিদর্শন টীম কর্তৃক আকস্মিকভাবে পৌরসভা পরিদর্শনকালে এ পরিপত্রের কোন ব্যত্যয় গোচরীভূত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে পৌরসভার কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২ এর ৪০ (ক) ও ৪০ (খ) বিধির আওতায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হবে ।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩৫৯৭

চেয়ারম্যান/ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান/প্রশাসক
..... পৌরসভা
জেলা.....

অনুলিপি ঃ
১. মহাপরিচালক (মইই উইং), স্থানীয় সরকার বিভাগ
২. জেলা প্রশাসক (সকল)
৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)
৪. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
৫. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)
৬. সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর-৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

স্মারক নং পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/৮২২ তারিখ ঃ-১৬-০৭-২০০৫

বিষয় ঃ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাবরেটরী টেস্ট নিশ্চিত করণ প্রসঙ্গে ।

অত্র বিভাগের জ্ঞাতে এসেছে যে, কোন কোন পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ নির্মাণ কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন । এইরূপ মালামাল ব্যবহারের পূর্বে স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ল্যাবরেটরী টেস্ট নিশ্চিত করার বিধান থাকলেও তা কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয় না ।

২ । এমতাবস্থায়, পৌরসভাসমূহের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামাল ল্যাবরেটরী টেস্টের মাধ্যমে মানসম্মত কিনা, তা যাচাইয়ের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল ।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩৫৯৭

চেয়ারম্যান
..... পৌরসভা (সকল)
জেলা.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন- ২ শাখা

নং- প্রজেই-২/ফ-৯/৯৫/৮১১ তারিখঃ- ০২-০৭-২০০৫

বিষয়ঃ **আন্তঃ ইউনিয়ন ফেরীঘাট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ফেরীঘাটসমূহের ইজারা প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির সদস্য পরিবর্তন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উহার আয় বন্টন সম্পর্কে নীতিমালার ১(খ)(৩) নং ধারায় উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তভুক্ত হবেন।

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।

মাহবুবা ফারজানা
সিনিয়র সহকারী সচিব

কার্যার্থেঃ

১। মাননীয় মেয়র, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল।
৩। জেলা প্রশাসক, ... ।
৪। চেয়ারম্যান/প্রশাসক, ...পৌরসভা, জেলা..... ।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...জেলা ..... ।
৬। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ.....,উপজেলা....., জেলা..... ।

নং-প্রশা-২/হ-০৫/২০০০/৮১১ তারিখঃ- ০২-০৭-২০০৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুর্খ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ভূমি/অর্থ বিভাগ/পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ঢাকা।

মাহবুবা ফারজানা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-প্রশা-২/হ-০৫/২০০০/৮১১ তারিখঃ- ০২-০৭-২০০৫

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি দেওয়া হইলঃ

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পাস), অত্র বিভাগ।
২। মহা-পরিচালক (মইই), অত্র বিভাগ।
৩। মহা-পরিচালক, এনআইএলজি, ঢাকা।
৪। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-সচিব (সকল)/পরিচালক (সকল), অত্র বিভাগ।
৬। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র বিভাগ।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), অত্র বিভাগ।

মাহবুবা ফারজানা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-৩ শাখা ।

স্মারক নং-পৌর-৩/রাবি-বিধ-৫২/৯৩/২৩৬ তারিখ ঃ ১২/০২/০৫ ইং

বিষয় ঃ পৌরসভার মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মরা, ঝড়ে উপরে পরা পরিপক্ক এবং বিনষ্টযোগ্য বিভিন্ন ধরনের গাছ বিক্রয় করা প্রসংগে ।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পৌরসভার মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে মরা, ঝড়ে উপড়ে পড়া পরিপক্ক, বিনষ্টযোগ্য এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্তনযোগ্য কোন গাছ স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিক্রয় করা যাবে না ।

উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রকৃতির কোন গাছ নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তনযোগ্য গাছের কাঠের পরিমান ও সরকারী নিয়মে কাঠের সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণ পূর্বক স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ঃ

(ক) চেয়ারম্যান/প্রশাসক পৌরসভা	-	আহবায়ক
(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(গ) বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ) পৌর কমিশনার (১ জন)	-	সদস্য
(ঙ) সচিব সংশ্লিষ্ট পৌরসভার	-	সদস্য সচিব

(সহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

চেয়ারম্যান/প্রশাসক
---------- পৌরসভা
জেলা ঃ---------- ।

স্মারক নং-পৌর-৩/রাবি-বিধ-৫২/৯৩/২৩৬ তারিখ ঃ ১২/০২/০৫ ইং ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

জেলা প্রশাসক
জেলা ঃ---------- ।

(সহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

স্মারক নং-পৌর-২/পৌরকর-২২-১/৯৮/১১৭১ তারিখ ঃ ০৮-০৯-২০০৪

বিষয় ঃ জেলা পরিষদের ডাক বাংলাসমূহের পৌর কর মওকুফ প্রসঙ্গে ।

সূত্র ঃ জেলা পরিষদ শাখার ২১-০৮-২০০৪ তারিখের ২৮১৭ নম্বর স্মারক

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় পৌর এলাকায় অবস্থিত জেলা পরিষদের ডাক বাংলোসমূহের পৌর কর মওকুফের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল ।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩৫৯৭

চেয়ারম্যান/প্রশাসক
---------- পৌরসভা
জেলা----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের পাথেয়
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০০৪.১৫-৭৬৫

তারিখঃ ০৬ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর বিধান অনুযায়ি ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ আদায়কৃত করের ২% অংশ সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে প্রদান নিশ্চিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ি ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ আদায়কৃত করের ২% অংশ পৌরসভার রাজস্ব আয় হিসেবে গণ্য (অনুলিপি সংযুক্ত)। কিন্তু অধিকাংশ পৌরসভায় উক্ত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে না মর্মে পৌরসভার মেয়রগণ স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করে আসছেন। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ি ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ আদায়কৃত করের ২% অংশ সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে প্রদান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

২১/০৭/১৯
(মোঃ আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২

বিতরণ (কার্যার্থে):

জেলা প্রশাসক (সকল)
----------জেলা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
০৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
০৬। উপসচিব, প্রশাসন-১/পৌর-২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৭। উপ পরিচালক (সকল), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা:.....।
০৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) উপজেলা, ----------জেলা।
১০। সভাপতি/মহাসচিব, মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব)।
১১। মেয়র/ভারপ্রাপ্ত মেয়র/প্রশাসক, (সকল পৌরসভা)।
১২। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
ব্যাংকিং নীতি শাখা-১

নং অম/অবি/ব্যাঃ নীঃ শাখা-১/৭(১)/২০০৪/১৮৬ তারিখঃ ০৭/০৭/২০০৪ইং / ২৩/০৩/১৪১১বাং

প্রেরকঃ মোহাম্মদ আবুল কালাম,
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপকঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক/ বাংলাদেশ অর্থ ঋণ সংস্থা/ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক/ ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ(আইসিবি)/কর্মসংস্থান ব্যাংক/আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/রাজশাহী।

বিষয়ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহের পৌর-কর পরিশোধ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ (১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পত্র নং-প্রকা/শানিবি-১(১০২)এমসি-৭/২০০৩-২০০৪/১৯৮৫, তারিখ ১২-০৬-২০০৪খ্রিঃ।
(২) অত্র বিভাগের পত্র নং-অম/অবি/ব্যাঃনিঃ শাখা-১/৭(১)২০০৪/৫৪, তারিখ ০৪-০২-২০০৪খ্রিঃ।

মহোদয়,

নির্দেশক্রমে জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন পৌর এলাকায় অবস্থিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহের বিপরীতে পৌরকর কিংবা লাইসেন্স ফি পরিশোধের বিষয়টি পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর অধীনে প্রণীত পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০০৩ কিংবা সংশ্লিষ্ট সিটি/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জন্য পৃথকভাবে প্রণীত আদর্শ কর তফসিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই সংশ্লিষ্ট আদর্শ কর তফসিলে নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/পৌরকর পরিশোধে ব্যত্যয় করার অবকাশ নেই। উল্লেখ্য, একই বিষয়ে ইতঃপূর্বে অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পৌরকর/লাইসেন্স ফি বিধি মোতাবেক পরিশোধ করা জন্য সুত্রোক্ত ২য় পত্রমূলে (অনুলিপি সংযুক্ত) রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা সকল বেসরকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

২। বর্ণিত অবস্থায়, পৌর এলাকায় ব্যবসা পরিচালনার জন্য আপনার ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহের বিপরীতে পৌরকর/লাইসেন্স ফি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক দাবী করা হয়ে থাকলে তা যথানিয়মে পরিশোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার অনুগত,

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬১৫৫৮

নং অম/অবি/ব্যাঃ নীঃ শাখা-১/৭(১)/২০০৪/১৮৬/৯(২) তারিখঃ ০৭-০৭-২০৪খ্রিঃ
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল।
১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
ব্যাংকিং নীতি শাখা-১

নং অম/অবি/ব্যাঃ নীঃ শাখা-১/৭(১)/২০০৪/৫৪ তারিখঃ ২৩/০২/২০০৪ইং / ১১/১১/১৪১০বাং

প্রেরকঃ মোহাম্মদ আবুল কালাম
সিনিয়র সহকারী সচিব ।

প্রাপকঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনালী ব্যাংক/জনতা ব্যাংক/অগ্রণী ব্যাংক/রূপালী ব্যাংক লিঃ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।

বিষয়ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখাসমূহের পৌর-কর পরিশোধ সংক্রান্ত ।

সূত্রঃ (১) জনতা ব্যাংকের নং-ডিএন্ডএমডি/এমআরএ/৬৬৯/০৩ তারিখ ১০-০১-২০০৪ এবং
(২) অগ্রণী ব্যাংকের পত্র নং-ডিএন্ডএমডি/শাখা-১/৮৫/০৪ তারিখ ৩১-০১-২০০৪খ্রিঃ ।

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের বরাতে নির্দেশক্রমে জানাচ্ছি যে, পৌরকর কিংবা লাইসেন্স ফি পরিশোধের বিষয়টি পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০০৩ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । কাজেই পৌরকর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান করা উক্ত পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০০৩ এর বিধানের সাথে বিরোধপূর্ণ হবে ।

২ । এমতাবস্থায়, পৌর এলাকা ব্যবসা পরিচালনার জন্য ব্যাংকের শাখাসমূহের বিপরীতে পৌরকর/লাইসেন্স ফি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক দাবী করা হয়ে থাকলে তা যথানিয়মে পরিশোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ।

আপনার অনুগত,

(মোহাম্মদ আবুল কালাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬১৫৫৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং- পৌ-২/বিবিধ-১/২০০২/৯২৬ তারিখঃ ১৮-০৭-২০০৪

পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহে প্রেরণ করা হ'ল ।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৭৩৫৯৭

চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
----------পৌরসভা
জেলা---------- ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা।

স্মারক নং-পৌর-২/বিবিধ-১/২০০২/৭৯৭ তারিখ ঃ ২২-০৬-২০০৪

বিষয় ঃ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে কিছু কিছু পৌরসভা হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং সে জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের কোন প্রকার পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা হয় না, যা অনভিপ্রেত।

এমতাবস্থায়, বিষয়টি খেয়াল রেখে ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম-নীতি অনুসরণের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭৩৫৯৭

চেয়ারম্যান
..... পৌরসভা
জেলা.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

স্মারক নং-পৌর-২/ছুটি-১১-২/৯৯/২০৯(২৫২) তারিখ ঃ ০৬-০৩-২০০২

বিষয় ঃ পৌরসভার চেয়ারম্যান/কমিশনারগণের বহিঃ বাংলাদেশ গমন প্রসংগে ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের বহিঃ বাংলাদেশ গমনের অনুমতি লাভের জন্য এ বিভাগ হতে ২৬-০২-৯৮ তারিখে জারীকৃত পৌর-২/৫বি-১/৯৫/২৭২ (১৫৪) নং পত্রের সাথে প্রেরিত ফরমটি আংশিক সংশোধনক্রমে পুনরায় এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

২ । উক্তরূপ প্রণীত ফরমটি যথাযথভাবে অনুসরনের জন্য নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো ।

(জাকিয়া সুলতানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৩৫৯৭

চেয়ারম্যান,
..... পৌরসভা (সকল)
জেলা-..... ।

পৌরসভার চেয়ারম্যান/ কমিশনারদের জন্য বিদেশ ভ্রমনের আবেদন পত্র

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ
২।	পিতার/স্বামীর নাম	ঃ
৩।	পদবী	ঃ
৪।	পৌরসভার ঠিকানা	ঃ
৫।	ফোন নম্বর (অফিস ও বাসা) (যদি থাকে)	ঃ
৬।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
৭।	আবেদনকারীর পাসপোর্ট নম্বর	ঃ
৮।	উক্ত পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ঃ
৯।	চলতি পঞ্জিকা বর্ষে বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ	
	(ক) দেশের নাম	ঃ
	(খ) ভ্রমণ কাল	ঃ
	(গ) ভ্রমণের উদ্দেশ্য	ঃ
	(ঘ) ব্যক্তিগত অথবা অফিসিয়াল	ঃ
১০।	বর্তমান ভ্রমণের উদ্দেশ্য	ঃ
১১।	চিকিৎসার কারণে ভ্রমণ করতে হলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট	ঃ
১২।	প্রস্তাবিত ভ্রমণ কাল (সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করতে হবে)	ঃ
১৩।	পরিবারের অন্য কোন সদস্য সংগে যেতে চাইলে তার	
	(ক) নাম	ঃ
	(খ) বয়স	ঃ
	(গ) আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক	ঃ
	(ঘ) পাসপোর্ট নং ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ঃ
১৪।	বর্তমান ভ্রমণ খরচ কিভাবে মিটানো হবে	ঃ
১৫।	ভ্রমণ পথ	ঃ
১৬।	অন্য কোন প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে)	ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(সীল ও ফোন নম্বর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং পৌর-২/সভা-১৯-১/৯৮/১৮৭২(২০৬) তারিখ ঃ ৩০-১১-৯৯ইং

বিষয় ঃ জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা প্রসংগে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ এ মর্মে অবহিত হয়েছে যে, জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির মাসিক সভায় পৌরসভা চেয়ারম্যানগণের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছেন না। জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ফলে পৌর এলাকায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি/ অবস্থা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায় যার সংগে চেয়ারম্যানগণের সুনাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও জড়িত। উল্লিখিত মাসিক সভায় চেয়ারম্যানগণ নিয়মিত উপস্থিত থাকলে অন্যান্য বিষয়াদিসহ বিভিন্ন পৌরকর আদায়ে প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনের সহযোগীতা লাভের কাজটিও সহজ হয়।

২। অতএব, জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য তাকে অনুরোধ করা হলো।

(আবদুস সাত্তার মিঞা)
উপ-সচিব (পৌর)

চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
..... পৌরসভা (সকল)
জেলা-.....।

স্মারক নং পৌর-২/সভা-১৯-১/৯৮/১৮৭২(৫৫) তারিখ ঃ ৩০-১১-৯৯ইং

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ-
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সিনিয়র সহকারী সচিব, জেলা প্রশাসক (শাখা-৪)। ইহা তাঁর ১২/১০/৯৯ইং তারিখের জেপ্র-৪/১(৬০)৯৭-৯৯ (অংশ-১) ১৪৬, নং স্মারকের প্রেক্ষিতে।
২। জেলা প্রশাসক.....।

(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহ্‌মেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২-শাখা)

স্মারক নং-পৌ-২/দাতা-১৯-১/৯৮/১৬৩৮(২৪৫) তারিখ ঃ ২৪/১২/১৯৯৮ ইং

সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এখন থেকে জেলা প্রশাসকগণ তাঁদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত পৌরসভাসমূহ পরিদর্শন করতে পারবেন।

(মোঃ মাকসুদুল হক)
যুগ্ম-সচিব (উঃ)।

প্রাপক ঃ-
১। জেলা প্রশাসক (সকল),
.....
২। চেয়ারম্যান/প্রশাসক (সকল),
..... পৌরসভা

স্মারক নং-পৌ-২/দাতা-১৯-১/৯৮/১৬৩৮(২৪৫) তারিখ ঃ ২৪/১২/১৯৯৮ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি দেয়া হ'ল ঃ-

১। মহা পরিচালক (মইইউইং), অত্র বিভাগ।
২। সিনিয়র সহকারী সচিব (পৌর-১/৩ শাখা), অত্র বিভাগ।

(মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহ্‌মেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং- পৌর-২/১বি-৯/১/৯১/৭৫ (১৫৩) তারিখঃ ১৫-০১-৯৮ইং

বিষয়ঃ আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনাল ইজারা দেয়া প্রসঙ্গে ।

সরকারের জ্ঞাতে এসেছে যে, কর্মচারী স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে পৌর কর্মচারীদের পক্ষে বাস-টার্মিনালের ফি আদায় আশানুরূপ হচ্ছে না । ফলে পৌরসভা তাদের কাঙ্খিত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । এ অবস্থায় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পৌরসভা তার মালিকানাধীন আন্তঃজেলা বাস-টার্মিনাল প্রচলিত বিধি মোতাবেক টেন্ডারের মাধ্যমে বার্ষিক ইজারা প্রদান করা যাবে ।

(আবদুস সাত্তার মিঞা)
যুগ্ম-সচিব (পৌর)

প্রাপকঃ চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
----------পৌরসভা
জেলা---------- ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

নং প্রজেই-৪/জেপ-৩০/৯৪/৩৯৪

তারিখ ঃ ১৯-১২-১৪০১ বাং / ০২-০৪-১৯৯৫ ইং

বিষয় ঃ পৌর এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বাস-টার্মিনাল পৌরসভাকে হস্তান্তর এবং ব্যবস্থাপনা প্রসংগে।

উল্লেখিত বিষয়ে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পৌর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বাস-টার্মিনাল পৌরসভাকে হস্তান্তর করণ সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় এবং সৃষ্ট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ-

(১) সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পৌর এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস-টার্মিনাল নির্মাণ ব্যয় পরিশোধ সাপেক্ষ্যে পৌরসভাকে জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বাস টার্মিনাল হস্তান্তর করতে হবে।

(২) বাস টার্মিনাল নির্মাণে জেলা পরিষদ কর্তৃক যে অর্থ খরচ করা হয়েছে তা একসাথে পৌরসভার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই পৌর এলাকাভুক্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন বাস টার্মিনালের জমি এবং মাটি ভরাট এবং বাস টার্মিনাল নির্মাণ বাবদ খরচকৃত অর্থ উভয়পক্ষ আলোচনাক্রমে কিস্তিতে পরিশোধ করার বিষয় সিদ্ধান্ত নিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর কারণে পৌর এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বাস-টার্মিনালের মালিকানা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পৌরসভার অনুকূলে হস্তান্তর করতে হবে। পৌর কর্তৃপক্ষ যদি জেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এককালীন অথবা কিস্তিতে পরিশোধ করতে সমর্থ না হয় সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনাক্রমে প্রতিদিনের টোল আদায়ের অর্থ ব্যবস্থাপনা খরচ বাদ দিয়ে দিনান্তে অথবা সপ্তাহান্তে জেলা পরিষদে জমা প্রদান পূর্বক জেলা পরিষদ কর্তৃক খরচকৃত অর্থ পরিশোধ করবে। এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল ঃ

১। জেলা প্রশাসক	আহবায়ক
২। সচিব জেলা পরিষদ	সদস্য
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা	সদস্য
৪। সভাপতি বাস মালিক সমিতি	সদস্য
৫। সভাপতি ট্রাক মালিক সমিতি	সদস্য
৬। সভাপতি নির্ধারিত শ্রমিক সংগঠন	সদস্য

(৪) যে সকল বাস টার্মিনালের নির্মাণ কাজ জেলা পরিষদ কর্তৃক হাতে নেয়া হয়েছে এবং আংশিক অর্থ খরচ করা হয়েছে সেই সকল বাস টার্মিনালের খরচকৃত অর্থ জেলা পরিষদকে পরিশোধ পূর্বক সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বাস টার্মিনালের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে।

(৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক পৌর এলাকায় ভবিষ্যতে বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হলে বাস-টার্মিনালের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। বাস টার্মিনাল নির্মাণে জেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় পরিশোধ করতে হবে।

(৬) পৌর এলাকার বাহিরে জেলা পরিষদ অথবা পৌরসভা কর্তৃক বাসটার্মিনাল নির্মাণ করা হলে বাস টার্মিনাল নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষের উপর সেই বাস টার্মিনালের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তাইবে।

২। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস-টার্মিনাল হস্তান্তরকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(শাহ্ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কপি বিতরণ ঃ
১। জেলা প্রশাসক, জেলা---------- (সকল)।
২। চেয়ারম্যান, পৌরসভা,---------- (সকল)।
৩। সচিব, জেলা পরিষদ,---------- (সকল)।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, পৌর-১/২/৩, অত্র বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(শাখা-পৌর-২)

স্মারক নং-পৌর-২/৫বি-১৯/৯২/(অংশ-১)/১২৪৬(১৪৯) তারিখ ঃ ২৩-১১-১৯৯৭ ইং

অফিস আদেশ

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পৌরসভায় কর্মরত অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন পেশ করছেন। ইহা চাকুরী শৃংখলার পরিপন্থী।

২। অতএব, সংশ্লিষ্ট সকলকে কোন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করার প্রয়োজন হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হ'ল।

স্বাক্ষর
(আব্দুস সাত্তার মিঞা)
উপ-সচিব (পৌর)।

প্রাপক ঃ-

চেয়ারম্যান/প্রশাসক, সকল পৌরসভা। তার অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আদেশটি জ্ঞাত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

জেলা.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-২ শাখা)

স্মারক নং-পৌর-২/পি-২৩/৯৪/১৪২(৩৪) তারিখ ঃ ১০/০২/১৯৯৬ইং

প্রেরক:-
সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রাপক:- সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

বিষয় ঃ সরকারী অফিস/অন্যান্য ভবন এবং স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস/ অন্যান্য ভবনের পৌরকর প্রদান পদ্ধতি সহজতর করা প্রসংগে।

লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, সকল ডিপার্টমেন্ট প্রধান এবং জেলা অফিসের প্রধানগণ কর্তৃক পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সরকারী অফিস/অন্যান্য ভবন এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস/ভবন সমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকরা পৌরকর প্রদানে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না বলিয়া উল্লেখিত অফিস ও অন্যান্য ভবনের পৌরকর সময়মত এবং নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয় না। এই বিষয়ে মাঝারী শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত PSU এর পরামর্শকগণ সরেজমিনে সমীক্ষা চালাইয়া যে সমস্ত কারণে পৌরকর প্রদানে বিলম্ব হয় বলিয়া দেখিতে পান তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ-

(১) প্রায় ক্ষেত্রেই বৎসরের শুরুতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক সকল অফিসে চিঠি অথবা বিলের মাধ্যমে মোট দাবির পরিমান জানানো হয় না।

(২) প্রায় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস প্রধানের নিকট হইতে সময়মত পৌরকরের দাবীর পরিমান ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় প্রধানের নিকট জানানো হয় না।

(৩) দাবীর পরিমান না জানানোর ফলে ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় প্রধানগণ মূল বাজেটের বরাদ্দ হইতে অনুমানের ভিত্তিতে বা পূর্বের চাহিদার ভিত্তিতে জেলা অফিসের প্রধানের নামে অর্থ বরাদ্দ (Sub-allot) করেন যাহা প্রায়ই অপ্রতুল হয়।

(৪) সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার পর ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় প্রধানগণ জেলা অফিস প্রধানের নিকট হইতে পৌরকরের চাহিদার পরিমাণ জানিতে চান। কিন্তু সকল জেলা হইতে উক্ত চাহিদার পরিমাণ জানার পূর্বেই অর্থ বৎসর শেষ হইয়া যায়। ফলে একদিকে যেমন বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ Surrender করিতে হয়, অন্যদিকে পৌরকর অনাদায়ী থাকিয়া যায় এবং বকেয়া পৌরকরের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৫) প্রতিটি জেলা সদরে ৫০/৬০ টির মত অফিস অবহিত থাকিলেও নভেম্বর, ১৯৯৫ পর্যন্ত সর্বাধিক ৪/৫ টি অফিস কর্তৃক পৌরকর পরিশোধ করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়।

উপরোক্ত অসুবিধাসমূহ দূর করিয়া যাহাতে এখন হইতে নিয়মিতভাবে এবং সময়মত বিল পরিশোধ করা যায় সেই জন্য সকল পৌরসভা, ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় প্রধান, জেলা অফিস প্রধানগণ পৌরসভার চাহিদা জানা, অর্থ বরাদ্দ এবং অর্থ পরিশোধের জন্য একই পদ্ধতি (Uniform Structure) অনুসরণ করা দরকার। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুন্নয়নযোগ্য পদ্ধতি নিম্নে প্রদান করা হইলঃ-

(১) অর্থ বৎসরের শুরুতে এবং সর্বশেষ ৩১শে জুলাই মাসের মধ্যে সকল পৌরসভা প্রতিটি সরকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠানের (ক) বকেয়া পাওনা করের পরিমাণ এবং (খ) হালসনের সম্পূর্ণ পৌরকরের দাবী উল্লেখ করিয়া মোট পাওনা পৌরকরের

(চলমান পৃষ্ঠায়)

পরিমাণ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস/প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়া দিবে এবং তদনুযায়ী ঐ বৎসরের পূর্ণ চাহিদার ভিত্তিতে বকেয়া ও হাল সনের পৌরকর পরিশোধের জন্য আলাদা আলাদা বিল দাখিল করিবে।

(২) পৌরসভা হইতে বকেয়া এবং হাল সনের সর্বমোট দাবীর পরিমাণ জানার পর জেলা অফিস প্রতিষ্ঠান উক্ত দাবীর পরিমান সদর দপ্তরের নিজস্ব বিভাগীয় প্রধানকে জানাইয়া দিবেন।

(৩) জেলা অফিস/প্রতিষ্ঠান হইতে পৌরকরের দাবীর পরিমান জানার পর সদর দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান মূল বাজেটে পৌর করের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে উল্লেখিত দাবীর আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস/প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বরাদ্দ করিবেন এবং দাবীর বাকী অর্থের জন্য পরবর্তীতে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিতব্য বাজেট সভায় পৌরকরের জন্য প্রয়োজনীয় বা অর্থ (balance demand) বরাদ্দের জন্য অগ্রীম চাহিদা (advance indent) প্রদান করিবেন।

(৪) প্রত্যেক জেলা অফিস/প্রতিষ্ঠান মূল বাজেট বরাদ্দের অর্থ পাওয়ার পর সমুদয় অর্থ পৌরসভাকে পরিশোধ করিবে।

(৫) অতঃপর অর্থ বিভাগ হইতে সংশোধিত বাজেট পাওয়ার পর সদর দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান তাহার কাজে রক্ষিত পূর্বের চাহিদা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট জেলা/অফিস/প্রতিষ্ঠানকে বাকী টাকা Sub-allocate করিবেন যাহা জেলা অফিস/প্রতি পৌরসভাকে প্রদান করিবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমিক নং ১ হইতে ক্রমানুসারে ৫ পর্যন্ত সকল অফিস পুনরায় একই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩। এমতাবস্থায়, এই পত্রের অনুলিপি সকল সরকারী ডিপার্টমেন্ট বিভাগীয় প্রধান এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের নিকট প্রেরণ করতঃ উহা তাহাদের অধিনস্থ সকল অফিস প্রধানকে প্রেরণ করে পৌরকর পরিশোধের বিষয়ে ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরনের নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং-পৌ-২/পি-২৩/৯৪/১৪২/১(১২৪) তারিখ ঃ ১০/০২/১৯৯৬ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি দেয়া হইল ঃ-

১। চেয়ারম্যান....., জেলা.....

(মোঃ আবদুস সামাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্মারক নং-হাঃপৌঃ (কর)/৯৬/ তারিখ ঃ ১৫/০২/১৯৯৬ইং

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ-

১। জনাব..... হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।
২। জনাব.....

(অধ্যাপক আবদুর রশিদ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-১ শাখা)

স্মারক নং- পৌ-২/৩বি-১৪/৯২/১৩৪(১০৯)

তারিখঃ ০৭/০২/১৯৯৪ইং
২৫/১০/১৪০০বাং

বিষয়ঃ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরী বহি, ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

পৌরসভা কর্মকর্তা/ কর্মচারী চাকুরী বিধি, ৯২ এর ৩৮ নং বিধি অনুযায়ী পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চাকুরী বহি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার হেফাজতে সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু যে সকল পৌরসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নেই সে সকল পৌরসভায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী বহি, ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পৌরসভার সচিবের নিকট সংরক্ষিত থাকবে। এই সব রেকর্ড পত্রাদির যে কোন পরিবর্তন, বিনষ্ট, ক্ষতির জন্য Custodian কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

২। ইহা ছাড়া প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা না থাকলে পৌরসভার সচিবের ব্যক্তিগত নথি, সার্ভিস বুক, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। তিনি উক্ত নথি পত্রাদির যথাযথ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন।

(আবদুস সামাদ)
সহকারী সচিব

প্রাপকঃ চেয়ারম্যান/প্রশাসক,
----------পৌরসভা
জেলা---------- ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(শাখা-৬)

স্মারক নং- শাখা-৬/এম-৫৪/৮৬/৩২২ (৯০)

তারিখঃ ১০-৮-৮৮ ইং / ২৬-৪-৯৫ বাং

প্রতিঃ প্রশাসক/চেয়ারম্যান,

---------- পৌর কর্পোরেশন/পৌরসভা ।

বিষয় ঃ পৌর এলাকায় করাত মিল (স'মিল) স্থাপন / স্থানান্তর প্রসংগে ।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে সরকারের গোচরীভূত হইয়াছে যে, পৌর এলাকার অভ্যন্তরে, শহরের মধ্যে পৌর কতৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের মাধ্যমে করাতকল কল স্থাপিত হইয়াছে । অথচ উক্ত অনুমোদন বা ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে স্থানটি করাতকল স্থাপনের উপযোগী কিনা তাহা বিবেচনা বা পরিদর্শন করা হয় নাই । ফলে শহরের মধ্যে আবাসিক এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ (Health hazard) সৃষ্টি হইতেছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হইতেছে ।

২ । এমতাবস্থায় সকল পৌরসভা/কর্পোরেশনে করাতকল গুলির অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া অবাঞ্চিত করাতকল গুলি পৌর এলাকার বাহিরে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরের নিমিত্তে করাতকল মালিক কতৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য পৌর কর্পোরেশন/পৌরসভার প্রসাশক/চেয়ারম্যান গণকে অনুরোধ করা হইতেছে ।

৩ । এতদ্বব্যতীত ভবিষ্যতে করাতকল এবং এই জাতীয় কোন মিল বা কল কারখানা যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং আবাসিক এলাকায় স্থাপনের অনুপযুক্ত তাহা স্থাপনের অনুমোদন/লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে পরিবেশ সম্পর্কে তদন্ত করতঃ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া পরিবেশের ভারসাম্য যাহাতে বিনষ্ট না হয় এবং জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী না হয়, এমনস্থানে করাতকল জাতীয় মিল স্থাপনের অনুমোদন ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের জন্য ও আদিষ্ট হইয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে ।

(মোহাম্মদ আবদুস শহীদ)
উপ-সচিব (পৌর)

স্মারক নং- শাখা-৬/এম-৫৪/৮৬/৩২২ (৯০)/১ (১)
তারিখঃ ১০-৮-৮৮ ইং
২৬-৪-৯৫ বাং

অনুলিপি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিবের নিকট প্রেরণ করা হইল ।

(রওশন আরা বেগম)
সহকারী সচিব ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.০৯.০০১.১৪(অংশ-২)-৫৯

তারিখ: ১৪/০১/২০২১ খ্রি;

বিষয়ঃ বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধান প্রতিপালন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.১৪৬; তারিখঃ ৩১/১২/২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের ছায়ালিপি এতদসংঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধি ৭(২৫) সহ অন্যান্য বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:..... পাতা।

(মোহাম্মদ ফারুক হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৪২

মেয়র/প্রশাসক/ভারপ্রাপ্ত মেয়র (সকল)

..... পৌরসভা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
০২) জেলা প্রশাসক (সকল)।
০৩) উপসচিব, প্রশাসন-১/ পৌর-২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (সকল)।
০৫) সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৭) প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অতি জরুরী

(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৩.১৪৬

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪২৭ / ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ **বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধান প্রতিপালন**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতীক। এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (Revised up to May. 2010) এ জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত বিধানবলী সন্নিবেশিত রয়েছে, যার প্রতিপালন বাধ্যতামূলক। পতাকা বিধিমালা ১৯৭২ এ উল্লখিতি দিবসসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যা নিম্নরূপ;

> " (২৫) যেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পতাকা' উত্তোলন করা হয়, সেইক্ষেত্রে একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হইবে। যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং 'জাতীয় পতাকা' প্রদর্শিত হয়, তখন উপস্থিত সকলে 'পতাকা'র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন। ইউনিফর্মধারীরা স্যালুটরত থাকিবেন। 'পতাকা' প্রদর্শন না করা হইলে, উপস্থিত সকলে বাদ্য যন্ত্রের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন, ইউনিফর্মধারীরা জাতীয় সঙ্গীতের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত স্যালুটরত থাকিবেন।

কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জেলা পর্যায়ে জাতীয় দিবসসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের সময় কতিপয় জেলার ইউনিফর্মধারী ব্যক্তি বিধি অনুযায়ী জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন না করে জেলা প্রশাসকের সাথে পতাকা উত্তোলন করেছেন যা বিধি বহির্ভূত।

২। এমতাবস্থায়, আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২-এর বিধি ৭ (২৫) সহ অন্যান্য বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হলো এবং ভবিষ্যতে এ বিধিমালা যথাযথভাবে আনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(শফিউল আজিম)
যুগ্মসচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৭। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৮। জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।